ইন্ডিয়া মঞ্চ

পৃঃ ১-এর পর

ভাবে সিআরপিএফ-র‍্যাফ-দিল্লি পুলিশ-গার্ড রেল-ব্যারিকেড দিয়ে মহাদুর্গ সাজাল বিজেপি সরকার, সে-ও একান্তই নজিরহীন।

সকালে মকরদ্বারের সামনে সম্মিলিত ধ্বনি উঠল, ‘গলি গলি মে শোর হ্যায়, জ্ঞানেশ কুমার চোর হ্যায়!’ মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা বঢরা! সঙ্গে অখিলেশ, সুপ্রিয়া সুলে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রাও। মিছিল গর্জন করে নীতি আয়োগের সামনে পৌঁছলে (যেখানে থেকে খুব দূর নয় নির্বাচন সদন) বাধা হয়ে দাঁড়াল ব্যারিকেডের পাঁচিল এবং সশস্ত্র বাহিনী। রাস্তার এক পাশে সার দিয়ে অন্তত গোটা কুড়ি বাস— উদ্দেশ্য, সাংসদদের আটক করে বাসে তোলা। পিছনে ততক্ষণে ব্যাটারি গাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন মল্লিকার্জুন খড়্গে, জয়া বচ্চন, সৌগত রায়দের মতো প্রবীণরা। প্রবল রোদ এবং ফুটন্ত পিচের রাস্তা জুড়ে গোল করে বসে পড়লেন বিরোধী সাংসদরা। ঝাঁপিয়ে পড়া সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর সংঘাতের মধ্যেই চলতে লাগল বিভিন্ন স্লোগান, জ্ঞানেশ কুমারের ছবি দেওয়া প্ল্যাকার্ড-পোস্টার মাটিতে ছুড়ে ফেলার পর্ব। উত্তেজনা চরমে পৌঁছয় যখন সটান ব্যারিকেডের উপর উঠে যান রাহুল গান্ধী। সঙ্গে অভিষেক, এসপি-র তরুণ সাংসদ আদিত্য যাদব, কংগ্রেসের জে বি মাথুররা। কিছুক্ষণের জন্য ওঠেন প্রিয়ঙ্কাও। সূত্রের খবর, অখিলেশ দিন দুয়েক জ্বরে ভুগছেন। তাই মিছিলে হাঁটলেও ব্যারিকেডের উপর চড়েননি। রাহুলরা উপর থেকে বিরাট জাতীয় পতাকা নাড়াতে থাকেন।

এর পর সাংসদদের তোলা হতে থাকে বাসে। মোট সাংসদের সংখ্যা রাহুল বলছেন, তিনশো। যদিও তৃণমূলের বক্তব্য, সংখ্যাটা দু’শোর কিছু বেশি। একই বাসে ওঠেন অখিলেশ, ডেরেক ও’ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এসপি-র অন্য সাংসদরা। তৃণমূলের সাগরিকা ঘোষ, কংগ্রেসের জ্যোতি মানি, আরজেডি-র মনোজ ঝা-সহ মোট ১১ জনকে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় কিছু ক্ষণের জন্য আটক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। অখিলেশদের বাসে করে ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়ে সংসদের কাছে নামিয়ে দেওয়া হয়।

অখিলেশের কথায়, “নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অতীতেও অভিযোগ উঠেছে। এ বার তো পশ্চিমবঙ্গে ওরা নির্লজ্জের মতো আচরণ করেছে।” জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে এ দিন মিছিল থেকে সুর চড়ান অভিষেকও। তাঁকে ব্যারিকেডের উপরে উঠে মাইক হাতে স্লোগান দিতে দেখা যায়। অভিষেক বলেন, “পশ্চিমবঙ্গে একতরফা ভাবে ৯০ লক্ষ লোককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রাইবুনালে এখনও পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ আবেদন অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।” জ্ঞানেশের গ্রেফতারির দাবি তুলে অভিষেক বলেন, “নির্বাচন কমিশনের চুরি ধরা পড়ে গিয়েছে।” কংগ্রেস সভাপতি খড়্গের কথায়, “আমাদের লড়াই অবিচারের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার পর আমরা যে সর্বজনীন ভোটাধিকার পেয়েছিলাম, সরকার তা খর্ব করার চেষ্টা করছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সরকারের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছেন। এমন চলতে থাকলে একনায়কতন্ত্রের সূচনা হবে।”

প্রসঙ্গত গত সপ্তাহে সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিজেডি নেতা নবীন পট্টনায়কের কথা চলছে। আজ মানস মঙ্গরাজ, সুলতা রাওয়ের মতো সাংসদদের নবীন পাঠানোয়, তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেডি নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি আজ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে দেখা করতে (৭ থেকে ৯ অক্টোবরের মধ্যে) চেয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া শিবিরের পক্ষ থেকে।

আন্দোলন এবং তার দমননীতির কারণে দিল্লিবাসীর আজ হয়রানিও হয়েছে প্রবল। ব্যারিকেড, যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার জেরে লাটিয়ান দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে থাকেন মানুষ।

চক্ষুদানে মগ্ন শিল্পী। আগরতলায়। *ছবি: বাপী রায়চৌধুরী*

পরিবারতন্ত্র

পৃঃ ১-এর পর

প্রতি দু’ঘণ্টা অন্তর বিজেপির ওই সাংবাদিক বৈঠকে কেবল রাহুলকে লক্ষ্য করেই আক্রমণ শানানো হয়েছে। আজ ‘নির্বাচন সদন চলো’ কর্মসূচির ডাক ‘ইন্ডিয়া’ দিলেও, যে ভাবে রাহুল-প্রিয়ঙ্কা জুটিই প্রচারের আলো কেড়ে নেয়, তাতে কেবল লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে আক্রমণ করতে সুবিধা হয়ে যায় পদ্মশিবিরের। তাই দিন ভর বিজেপি যে সব মুখপাত্র বা মন্ত্রী মুখ খুলেছেন, তাঁরা সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে রাহুলকেই নিশানা করেন। কার্যত মুখে আনা হয়নি অন্য বিরোধী দলগুলির নাম। সরকারের লক্ষ্যই ছিল রাহুলকে উদ্দেশ্য করে আক্রমণ শানিয়ে ‘ইন্ডিয়া’য় ফাটল তৈরি করা। সংসদীয়মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, “গোটাটাই হল পরিবারতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাহুলের নাটক।” এ ধরনের নাটক আরও কত দিন রাহুল চালাবেন তা নিয়ে কটাক্ষ করে রিজিজু বলেন, “একটি নির্দিষ্ট পরিবারে জন্ম নেওয়ার অর্থ এই নয় যে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হবে।”

বিজেপি শিবির ঘরোয়া ভাবে জানাচ্ছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা বা এসআইআরের যৌক্তিকতা নিয়ে রাহুল যে সব প্রশ্ন তুলছেন, তা এখনও আমজনতাকে ছুঁতে ব্যর্থ হয়েছে। মোদী সরকারের বক্তব্য, বিরোধী দলগুলি পরাজিত হলেই কমিশনের ভূমিকা, ইভিএমে কারচুপি নিয়ে যে সরব হয়ে থাকে— তা আমজনতার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া এসআইআরের কারণে মৃত, স্থানান্তরিত, দু’বার নাম রয়েছে এমন ভোটারদের নাম কাটা যাবে সেটাই যে স্বাভাবিক তা মনে করছেন আমজনতা। ফলে রাহুলের আন্দোলন এখনও আমজনতার আন্দোলন হয়ে উঠতে পারেনি বলেই মনে করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। দলের এক নেতার ব্যাখ্যা, “নিটের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা অনেক বেশি সংবেদনশীল ছিল। দেশের প্রতিটি পরিবারকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। তুলনায় ভোট চুরির যে অভিযোগ তা রাজনৈতিক সেটি দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট।” কিন্তু একই সঙ্গে দলের বিশ্লেষণ, অবিলম্বে রাজনৈতিক ভাবে ওই অভিযোগের মোকাবিলা করা প্রয়োজন সরকারের। তা না হলে দেশবাসীর মনে নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করবে। যা গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়।

মোদী সরকারের বক্তব্য, যে ভাবে রাহুল নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে প্রতিটি সাংবিধানিক সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তা থেকে স্পষ্ট তাঁর পিছনে দেশবিরোধী শক্তির হাত রয়েছে। তাই সরকারের লক্ষ্য হল, বিষয়টি আরও বেশি মানুষের কাছে তুলে ধরা। তবে আজকের অভিযান যে নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে আকাশবাণী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে, সে সম্পর্কে দিল্লি পুলিশ বা গোয়েন্দাদের কোনও ধারণাই ছিল না।

‘ডাকা হোক যোগ্য সাংবাদিককেই’

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: ‘এক দেশ এক ভোট’ বিল নিয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে গত কাল মতামত নিতে ডাকা হয়েছিল কয়েক জন সাংবাদিককে। তাঁদের মধ্যে এক জন সাংবাদিকের ‘এক দেশ এক ভোট’ নিয়ে কোনও মৌলিক কাজ না-থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে ডাকা হয়েছিল, কমিটির চেয়ারম্যান পি পি চৌধরিকে চিঠি দিয়ে সেই প্রশ্ন করেছেন কমিটির সদস্য, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। সাগরিকার বক্তব্য, কমিটি সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা করছে। তার আইনি তাৎপর্য রয়েছে। তাই যে সব সাংবাদিক এমন বিষয় নিয়ে গভীরে কাজ করেছেন, কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবর্তে তাঁদের ডাকা হোক। ওই সাংবাদিক আবার গত কালের বৈঠকে তাঁর উপস্থিত থাকা, বক্তব্য রাখার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। এ ভাবে কমিটির বৈঠকের ভিডিয়ো পোস্ট করা নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে।

পুরসভায় অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা

আসন্ন কলকাতা পুরভোটের আগে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের যে প্রক্রিয়া, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে ধারাবাহিক ভাবে সরব রয়েছে বিরোধীরা। এই প্রেক্ষিতে ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির কলকাতা জেলা প্রস্তুতি কমিটির ডাকে মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভা অভিযান হল। দুপুরে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েতের পরে এই কর্মসূচি থেকে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ, এসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নাগরিকদের নাম পুনর্বহাল করে পুরভোট করা এবং ‘উদ্দেশ্য প্রণোদিত’ ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি ওঠে।

প্রশাসক মোদীর পঁচিশ বছর, প্রচারে কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: জ্ঞানেশ কুমারকে সামনে রেখে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। আর ঠিক সেই সময়েই মোদীর টানা ২৫ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী থাকার সাফল্য নিয়ে প্রচারে নামছে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপি।

আজ গোটা বিরোধী শিবিরের সাংসদরা জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ‘ভোট চুরি’ করে বিজেপিকে নির্বাচনে জিততে সাহায্য করার অভিযোগে তাঁর ইস্তফার দাবিতে সংসদ থেকে নির্বাচন সদন অভিযান করেছেন। আর সেখান থেকে মিনিট দুয়েকের দূরত্বে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিশেষ প্রস্তাব পাশ হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর প্রথমবার গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। আগামিকাল তাঁর টানা মুখ্যমন্ত্রী ও তার পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী ‘রাষ্ট্র প্রথম’ ও ‘নাগরিক প্রথম’-এর নীতি নিয়ে সরকারের নেতৃত্ব দেন। সেই কারণেই তাঁকে গুজরাতের মানুষ টানা তিনবার ভোটে জিতিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করেছিল। দেশের মানুষও তাঁকে টানা তিনবার ভোটে জিতিয়ে প্রধানমন্ত্রী করেছে।

সরকারি সূত্রের ব্যাখ্যা, বিরোধীরা ২০২৪-এর নির্বাচনে মোদীর জয় নিয়েই প্রশ্ন তুলছে। রাহুল গান্ধী তথা বিরোধী দলগুলির মঞ্চ ইন্ডিয়া গত লোকসভা ভোটে মোদীর জয়, তার পরে সরকারের তৈরি সমস্ত আইনকে অবৈধ বলে দাবি করছেন। তার জবাব দিতেই মোদীর টানা ২৫ বছর সরকারের প্রধানের পদে থাকার সাফল্য তুলে ধরা জরুরি। একে নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তি উদ্ধারের ‘মরিয়া চেষ্টা’ বলে কটাক্ষ করে কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশের মন্তব্য, “ভোট চুরি হোক বা লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস, নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ জুটির কুটিল উদ্দেশ্যের মুখোশ খুলে দিতে বিরোধীরা এখন এক জোট।”

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-১, কলকাতা**

“নাগাল্যান্ড হাউজ”, ৯ম তল, ১১ ও ১৩ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১ ফোন: ০৩৩-২২৮০৩০৯৮, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮১০৬২২, ই-মেল: sbi.04151@sbi.co.in

ই-অকশন নোটিস

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: নবেন্দু নাথ, ই-মেল আইডি: clo1.04151@sbi.co.in, মোবাইল নং ৭০৪৪৬৭৫৮৭৫

পরিশিষ্ট – IV-A
[রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য সেল নোটিস
জনমানি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পৎ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.১০.২০২৬
সময়: বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ৪.০০টা তৎসহ প্রতিটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ।

জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) ও গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইল যে, জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যাহার বাস্তবিক দখল অনুমোদিত অফিসার, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে তাহা **জনমানি ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী মমতা বাগারিয়া (পার্সোনাল গ্যারেন্টর ও শ্রী উত্তম বাগারিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী), শ্রীমতী গীতা বাগারিয়া (পার্সোনাল গ্যারেন্টর ও শ্রী উত্তম বাগারিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী), শ্রীমতী পূর্বী বাগারিয়া (শ্রী উত্তম বাগারিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী), শ্রীমতী লভিনা বাগারিয়া (শ্রী উত্তম বাগারিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী), মেসার্স অঞ্জনিপুত্র রিয়েলটর্স প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট গ্যারেন্টর), মেসার্স অ্যাওয়ার্ড সাপ্লায়ার্স প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট গ্যারেন্টর), মেসার্স মামরাজ ভিলা প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট গ্যারেন্টর), মেসার্স মিডভেল সিস্টেমস প্রাঃ লিঃ (কর্পোরেট গ্যারেন্টর)**-এর নিকট হইতে জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট বকেয়া বাবদ টাঃ ১১২,১২,৫৮,৯৪৩/- (একশত বারো কোটি বারো লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শত তেতাল্লিশ টাকা) - ৩০.১১.২০২২ তারিখমতো তদুপরি সুদ ও খরচ উশুলের নিমিত্ত ২৭ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে “যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে” ও “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে” ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংরক্ষিত মূল্য হইবে টাঃ ৩৭,০০,০০০/- (সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা) এবং বায়না জমা হইবে টাঃ ৩,৭০,০০০/- (তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা)।

ক্রঃ নং	সম্পত্তি/পরিসম্পদের বিবরণ	(i) সংরক্ষিত মূল্য (ii) বায়না জমা (iii) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ (iv) পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, মেসার্স মিডভেল সিস্টেমস (পি) লিঃ-এর মালিকানাধীন ফ্ল্যাট, দ্রষ্টব্য দলিল নং ২৬৩২, তারিখ ১৫.০৫.২০০০, অবস্থান: প্রেমিসেস নং ৬৩এ, ব্রাইট স্ট্রিট, বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯, নিম্নোক্ত একটি ফ্ল্যাটের সমগ্র, ফ্ল্যাট নং ৪ডি, আয়তন ৭৬৫.৭০ বঃফুঃ এবং সংলগ্ন ওপেন প্যাসেজ আয়তন ২৪৫ বঃফুঃ ন্যূনাধিক তৎসহ রুফ আয়তন ৭৮২.২০ বঃফুঃ, পুষ্পা অ্যাপার্টমেন্ট-তে। **সম্পত্তির আইডি: SBIN100001868734**	(i) টাঃ ৩৭,০০,০০০/- (ii) টাঃ ৩,৭০,০০০/- (iii) টাঃ ৫০,০০০/- (iv) ১৩.১০.২০২৬ বেলা ৩:৩০টা হইতে বিকাল ৪:৩০টা

সম্পত্তির জন্য খোঁজখবর

ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট:	ই-অকশন ওয়েবসাইট:	সম্পত্তির লোকেশন:
https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others	ইউআরএল: https://baanknet.com	SBIN100001868734

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, জামিনযুক্ত পাওনাদারের ওয়েবসাইট https://www.sbi.bank.in, https://baanknet.com/eauction-তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক

তারিখ: ০৭.১০.২০২৬ স্বাঃ/-
স্থান: কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক

সংখ্যালঘু-বার্তা শমীকের

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আগে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে ‘বন্ধুত্বের হাত’ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপনির্বাচনের দিন সেই বার্তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকার কোনও বিভাজন না-করেই সব মানুষকে প্রকল্প বা পরিষেবা দেয়। সংখ্যালঘুদেরও এখন ‘ভাল লাগুক বা না লাগুক’, বিজেপির সঙ্গেই সংসার করতে হবে!

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ছিল মঙ্গলবার। রেজিনগরে মুসলিম ভোটার ৬৫%-এর বেশি, নন্দীগ্রামে সেই অনুপাত প্রায় ২৫%। উপনির্বাচনের দিনেই উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি ও ফালাকাটায় দলীয় কর্মসূচিতে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। সেখানেই শমীক বলেছেন, “আগামী ২০ বছরের মধ্যে রাজ্যে বা কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই জনজীবনের মূল স্রোতে আসুন। আমাদের ভাল লাগুক না লাগুক, আমাদের সঙ্গেই সংসার করতে হবে!” কেন্দ্রের উদাহরণ টেনে শমীকের সংযোজন, “আপনারাও মোদীর বিভাজন দেখেননি। প্রধানমন্ত্রী ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিয়েছেন। করোনার টিকা বা ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ সবই আপনারা পেয়েছেন। এমস, আইআইটি, বিমানবন্দর পেতে চলেছেন।” দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনেই সংখ্যালঘু অংশের সমর্থন এ বার বিজেপি পাবেন বলে দাবি করেছেন শাসক দলের রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, “সংখ্যালঘুরাও এগিয়ে আসছেন। বলছেন, আমরা কারখানা চাই। নন্দীগ্রামে আগের চেয়ে ৫ গুণ বেশি ভোট পেয়ে বিজেপি জয়ী হবে। আর রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপি সুবিধাজনক ব্যবধানে জিতবে।”